তারিখ ... 08 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

যুগান্তর

সাতক্ষীরার তালায় বাড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে সড়কে

স্কুলমাঠে পাট জাগ : রাস্তায় ক্লাস

সুভাষ চৌধুরী, *সাতক্ষীরা থেকে*

স্কুল মাঠের পানিতে পাট জাগ দিয়েছেন কৃষকরা। পাটখড়ি বাছাইও চলছে। তিনটি ভবনের একটি পরিত্যক্ত। অপর দুটির একটিতে তিন ফুট, অন্যটিতে চার ফুট পানি। দিনে দিনে পানি কমলেও বছরের ছয় মাস ধরে এ চিত্রই দেখা যায় সাতক্ষীরার এই স্কুলটিতে।

স্কুলজুড়ে এখন পচা পানি। তার মধ্যে কিলবিল করছে ঢোরা সাপ। আর কোলা ব্যাঙের ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ। কোমলমতি শিশু-কিশোররা ক্লাস করছে রাস্তায় বসে। সেখানেও ভয়। নর্দমার পচা পানির গন্ধ। গাড়ি দুর্ঘটনার আতংকও আছে। স্কুলটির নাম রাড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাসেই জন্ম স্কুলটির। এতদিনে এই বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন হাজারো সন্তান। অথচ বিদ্যালয়টি তার সব জৌলুস হারিয়ে ফেলছে দিনের পর দিন। পাশেই কপোতাক্ষ নদ। যে কপোতাক্ষ শতাব্দীকাল ধরে দুই তীরের সভ্যতা গড়েছে সেই কপোতাক্ষের শীর্ণকায় দশা এখন বৃষ্টির পানির চাপে ক্ষিপ্র রাক্ষসের আকার ধারণ করে গিলে খেয়েছে রাড়িপাড়া ছাড়াও বহু স্কুল, স্থাপনা, হাট-বাজার, বসতবাড়ি। তবু খনন করে কপোতাক্ষের পুনরুজ্জীবন ঘটতে চললেও রাড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীবন বিপন্নতার অভিশাপ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিখা রানী চৌধুরী জানালেন, বর্ষা মৌসুম এলেই যন্ত্রণা বাড়ে। ছেলেমেয়েদের বসতে দিতে পারি না। সব বেঞ্চ, টেবিল পানিতে ভাসে। টিনশেড ভবনটির মধ্যে ৩ ফুট পানি। অন্য ভাবনটি একই

সাতক্ষীরার রাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

কারণে চার বছর ধরে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর যেটি আছে সেখানেও হাঁটু পানি। গ্রামবাসী বলেন, বর্ষা মৌসুমে কপোতাক্ষের পানি উপচে সয়লাব হয় বিদ্যালয়টি। এই পানি আর নামে না। রোদে পানি শুকায় যখন, তার মধ্যে টানা ছয় মাস পার হয়ে যায়। এই ছয় মাসেই যত দুর্ভোগ। সোমবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিক্ষকরা ক্লাস করছেন কাঁচা রাস্তার ওপর। শিক্ষকরা বললেন, এক শিফটের স্কুলটি এখন চার শিফটে চলছে। শিশুদের একসঙ্গে বসানোর সুযোগ নেই। পাশের একটি মন্দিরে ক্লাস হতো। একটি বটতলায়ও ক্লাস চলেছে কিছুদিন। রাস্তার পাশে একটি ক্লাব ঘরও ব্যবহৃত হয়েছে শিশুদের লেখাপড়ার জন্য। সেটিও ভেঙ্গে পড়েছে। অগত্যা সড়কের ওপর ক্লাস চলছে। সব সময় ভয় হয় দুর্ঘটনার। অভিভাবকরা রাস্তায় শিশুদের পাঠাতে চান না। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছেন, এখানে একটি সাইক্লোন শেল্টার-কাম-বিদ্যালয় তৈরি হলে দুর্যোগকালে স্থানীয়রা আশ্রয় লাভ করবেন। একই সঙ্গে স্কুলও চলবে ভালোভাবে। সেই আবেদনই জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্মল কুমার পাল জানালেন, বিদ্যুৎ নেই এ বিদ্যালয়ে।

শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের মালটিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারছেন না। সরকার তাদের ল্যাপটপ দিয়েছে। তাও বিদ্যুতের অভাবে পড়ে থাকছে। সরকার সম্প্রতি এক লাখ টাকার একটি বরাদ্দও দিয়েছে। তা দিয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রয়োজন মিটানো হয়েছে। এত কম টাকায় তো পানিবন্দি বিদ্যালয়টি ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব নয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা জানান, সীমিত সাধ্য দিয়ে আমরা স্কুলটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। তালা উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষ সনৎ কুমার বলেন, আমরা সরকারের কাছে লেখালেখি করছি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অহিদুল ইসলামও বলেন একই কথা। তালা-কলারোয়া আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মুস্তফা লুৎফুল্লাহ কিছুদিন আগে বিদ্যালয়টির দুরবস্থা সরেজমিন দেখে গেছেন। বলেছেন মন্ত্রণালয়ে কথা বলে একটি ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ধরনের অনেক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।